সংবাদ

তারিখ 17 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও হতাশা শিক্ষা ক্যাডারে

☐ সেই পদোন্নতি স্কেল আপগ্রেডেশন অর্জিত ছুটি

রাকিব উদ্দিন

সমস্যার বেড়াজালে জর্জরিত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার। বঞ্চনা, বৈষম্য আর প্রশাসন ক্যাডারের স্বৈতনীতির রোষানলে পড়ে চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারা। পরাক্রমশালী প্রশাসন ক্যাডারের বিরূপ মনোভাবের কারণে এ ক্যাডারের সবকিছুই পরিচালিত হয় শ্লথ গতিতে। সংশ্লিষ্টরা এ অভিযোগ করেছেন। প্রায় ১৬ বছর ধরে শিক্ষা ক্যাডারের স্কেল আপগ্রেডেশন নেই। কলেজে পদ সৃষ্টিতে চলে নানা টালবাহানা। অর্জিত ছুটি থেকেও বঞ্চনার শিকার শিক্ষা ক্যাডার। পদোন্নতির প্রক্রিয়াও অন্তহীন সমস্যায় বাধাগ্রস্ত। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে জ্যেষ্ঠদের ডিঙিয়ে কণিষ্ঠরা পাচ্ছেন পদোন্নতি। শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন পদে পদায়ন করা হচ্ছে প্রশাসন ক্যাডার হতাশা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

হতাশা : শিক্ষা ক্যাডারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তারা। এ হ-ব-র-ল অবস্থার মধ্যেই শিক্ষা ক্যাডারের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালকের পদটিতে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা বসানোর পাঁয়তারা চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এসব বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর সংবাদকে বলেছেন, 'শিক্ষা ক্যাডারের বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য ৫ ডিসেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আবেদনপত্র দেয়া হয়েছে। এর আগে ২৭ নভেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব এবং শিক্ষা সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন সমস্যাই সমাধান হচ্ছে না। বিগত সরকারের আমলেও শিক্ষা ক্যাডার ব্যাপকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে'।

স্কেল আপগ্রেডেশন

জানা গেছে, ১৯৮৬ সালে প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন পদের বেতন স্কেল আপগ্রেডেশনের সিদ্ধান্ত হয়। ওই সিদ্ধান্ত আজও বাস্তবায়ন হয়নি। ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিসিএস শিক্ষা সমিতির তৎপরতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৭ সালের ১৯ এপ্রিল তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবও প্রেরণ করে। পরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়েও প্রস্তাব পাঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু বিষয়টি কেবল চিঠি চালাচালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

পদ সৃষ্টি

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মপরিসর ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ১৯৮৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত সমীক্ষা কমিটি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠদানকারী বিভাগে দু'জন অধ্যাপকসহ ১৬টি পদ রাখার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ওই প্রস্তাব আজও আলোর মুখ দেখেনি। বর্তমানে ২৫৩টি সরকারি কলেজের অনেক প্রতিষ্ঠানেই প্যাটার্নভুক্ত ১২টি পদও নেই। অনেক কলেজে ২-৩ জন শিক্ষক নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে পাঠদান হচ্ছে। ফলে শিক্ষার যথাযথ মান রক্ষা হচ্ছে না।

পদোন্নতি জট

শিক্ষা ক্যাডারের বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি হয়। এতে করে এক বিষয়ের শিক্ষকের সঙ্গে অপর বিষয়ের শিক্ষকের বৈষম্যও প্রকট। কারণ এক বিষয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে অপর বিষয়ের কণিষ্ঠ্য শিক্ষকের অধীনে দায়িত্ব পালন করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে একই পদে কর্মরত থাকার ফলে শিক্ষা ক্যাডারে হতাশা প্রকটতর রূপ নিচ্ছে।

আন্তঃক্যাডার ও অন্তঃক্যাডার বৈষম্য বিবেচনায় নিয়ে ১ হাজার ৩০০ বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের অধ্যাপক, ১ হাজার ৮০০ বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের সহযোগী অধ্যাপক এবং ২ হাজার ৪০০ বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে এ সমস্যার সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন বিসিএস শিক্ষা সমিতির নেতারা। এছাড়া সুপার নিউমারারি (সংখ্যাতিরিক্ত) পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা। সর্বশেষ ২২ জানুয়ারি সুপার নিউমারারি পদ সৃষ্টির একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করে মাউশি। এর আগে ২০১১ সালের ৩ এপ্রিল বিসিএস শিক্ষা সমিতির নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি সুপার নিউমারারি পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষাসচিবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ওই নির্দেশ আজও বাস্তবায়ন হয়নি।

এ বিষয়ে শিক্ষা সমিতির মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর বলেন, 'সুপার নিউমারারি পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতি দেয়া হলে শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা বাড়ে না। কেবল পদোন্নতি হয়। কারণ চাকরির বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মকর্তাদের আর্থিক সুবিধা এমনিতেই বৃদ্ধি পায়'।

অর্জিত ছুটি প্রদানে গড়িমসি

জনপ্রশাসনের মোট ২৮টি ক্যাডারেরর মধ্যে ২৭টি ক্যাডারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অর্জিত ছুটি ভোগ করছেন। অর্থাৎ প্রতি ১১ দিন চাকরির পর একদিন অর্জিত ছুটি পাচ্ছেন। কেবল বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারাই অর্জিত ছুটি পায় না। তবে শিক্ষা ক্যাডারের যেসব কর্মকর্তা প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকেন তারা এ ছুটি পায়। কেবল পাঠদানকারী শিক্ষকরা এ ছুটি থেকে বঞ্চিত।

এ বিষয়ে অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর বলেন, 'পেশাগত প্রয়োজনেই একজন কলেজ শিক্ষককে ৩৫বারও দায়িত্ব পালন করতে হয়। অথচ তারাই অর্জিত ছুটি ভোগ করতে পারছেন না'।

জানা যায়, ১৯৯৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিসিএস সাধারণ শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের মৌখিকভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার আশ্বাস অনুযায়ী তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষকদের তালিকাভুক্ত ছুটি ৯৩ দিন থেকে কমিয়ে ৭৮ দিন করা হয়। অথচ অর্জিত ছুটি বাস্তবায়ন হয়নি। প্রসঙ্গত ১৯৯৩ সালের আগে তালিকাভুক্ত ছুটি ১২৫ দিন নির্ধারিত ছিল।

প্রসঙ্গত সারাদেশে বর্তমানে ২৫৩টি সরকারি কলেজ, ১৮টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসহ মোট প্রায় ৩০০টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১১ হাজার শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা আছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন হাজার পদ শূন্য আছে।